দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 06 JAN 1987
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

শিক্ষাঙ্গন

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার

এ দেশের বেসরকারী স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসাগুলোতে কাগজে-কলমে নামে মাত্র একটি করে গ্রন্থাগার থাকলেও বাস্তবক্ষেত্রে তা ভীষণভাবে উপেক্ষিত ও অবহেলিত। এসব প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারগুলোতে অন্যান্য আরো যেসব সমস্যা রয়েছে, তন্মধ্যে একটিই সবচেয়ে অধিক প্রকট তা হলো শিক্ষকদের চরম অবহেলা ও উৎসাহের অভাব।

যেসব বেসরকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে গ্রন্থাগার রয়েছে, তাদের বই-এর সংখ্যা পর্যাপ্ত পরিমাণে না হলেও প্রায় ৫০০ থেকে হাজারের মত। অথচ এগুলো সুষ্ঠুভাবে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোন প্রতিষ্ঠানেই প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক নেই। এসব গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য কোন একজন শিক্ষকের উপরই দায়িত্বভার ন্যস্ত থাকে। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে প্রশিক্ষণবিহীন এসব শিক্ষক বই পড়া, ধার দেয়া-নেয়া, যথাযথভাবে সংরক্ষণ ও শ্রেণীবিন্যাস, বই-এর প্রতি যত্নবান হওয়া ইত্যাদি ব্যাপারে ছাত্রদেরকে কোন উৎসাহ তো দেনই না বরং দায়িত্ব সীমিত থাকার ফলে বই পড়তে আগ্রহীদেরকে অনেক ক্ষেত্রে নিরুৎসাহিত করে থাকেন। বলতে পারি— অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষাঙ্গনে কর্মরত প্রায় শিক্ষকদের পাঠ্যবই ব্যতীত অন্য কোন বই পড়লে লোপড়ার দারুণ ব্যাঘাত হবে, গ্রন্থাগারের বইপত্র শিক্ষকদের পড়ার জন্য, ছাত্রদের জন্য নয়, ইত্যাকার খোঁড়া যুক্তি প্রদর্শনপূর্বক ছাত্রদের বই পড়ার আগ্রহ ও স্পৃহাকে নিবৃত্ত রাখার অপপ্রয়াসে লিপ্ত থাকতে দেখা যায়।

এর ফলে, খুব কমসংখ্যক শিক্ষার্থীই বা অতি উৎসাহী ছাত্ররা গ্রন্থাগার থেকে বই পড়ার সুযোগ লাভ করে। অন্যদিকে এসব গ্রন্থাগার থেকে ছাত্রদের মধ্যে বই ইস্যু করার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক আজ নয় কাল, অমুকদিন টিফিনের পর বা ছুটির পর এসো, ইত্যাদি বলে ছাত্রদেরকে নিরুৎসাহিত করতেও দেখা যায়। আর বই পড়তে আগ্রহী নিরীহ ছাত্রগণ বই না পেয়ে হতাশ হয়ে নীরবতা পালনের মাধ্যমে শিক্ষাঙ্গন ত্যাগ করে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করে। আর এ কথা অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, গ্রন্থাগার থেকে ছাত্রদের মধ্যে বই ইস্যু করার ব্যাপারে কোন অভিযোগ প্রতিষ্ঠানের প্রধান বা সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের নিকট গোচরীভূত করলেও তার কোন প্রতিক্রিয়া বা সুরাহা হয় না।

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত ১৯৭৪ সালের জাতীয় শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারসমূহের ব্যর্থতার সুনিশ্চিত পরিণাম হবে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারের ব্যর্থতা। তাই, এদেশের অগণিত বেসরকারী স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসাসমূহে প্রতিষ্ঠিত প্রতিটি গ্রন্থাগারকে সুষ্ঠুভাবে রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার জন্য নতুন করে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

এ প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয়ভাবে, শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকেই প্রয়োজনীয় নির্দেশনামা জারি করতে হবে। যাতে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নির্দিষ্টসংখ্যক বইপত্র সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটি গ্রন্থাগার থাকবে এবং সপ্তাহের সুনির্দিষ্ট দিনসমূহে প্রত্যেক ছাত্রকে বইপত্র পড়ার জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে দায়িত্বভার প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রয়োজনবোধে, ছাত্রদের রুচি ও চাহিদা অনুযায়ী বই সংগ্রহের মাধ্যমে প্রতটি গ্রন্থাগারকে সমৃদ্ধ করতে হবে এবং প্রতি সপ্তাহে অন্ততঃ একটি বই (পাঠ্য বহির্ভূত) পড়ার জন্য ছাত্রদের উৎসাহ প্রদান করতে হবে। প্রতি সপ্তাহে পাঠ্য বহির্ভূত দু'একটি বই পড়লে ক্ষতির কোন সম্ভাবনা তো থাকবেই না বরং তা ছাত্রদের অজানাকে বেশী করে জানা এবং জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। শুধু তাই নয়, এর ফলে ক্লাসের নিজ নিজ পাঠ গ্রহণের ক্ষেত্রেও তাদের আকৃষ্ট করবে।

—এম, জি, মাহফুজ